Naya Jamana Evening Edition..........9 October....adddddddd..._Layout 1 2/5/2026 4:17 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২২ মাঘ ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৪৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ
২২ মাঘ ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৪৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

লাইনচ্যুত নিউ জলপাইগুড়ি-চেন্নাই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, আতঙ্কে ট্রেন থেকে ঝাঁপ যাত্রীদের

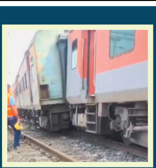

প্রতিদিন ৫৪ জন, বছরের প্রথম ১৫ দিনে ৮০০ জন নিখোঁজ দিল্লিতে, ৫০০ জনেরও বেশি মহিলা

তেল কেনার বিষয়ে স্বাধীন দিল্লি', ইন্দো-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির জটিলতা কাটিয়ে ভারতকে বার্তা 'বন্ধু' রাশিয়ার

রাজ্য বাজেট ২০২৬

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-ডিএ বৃদ্ধি, যুবসাথী নামে নতুন প্রকল্পও

দীপঙ্কর দোলাই ।। নয়া জামানা ।। কলকাতা

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্যের আমজনতা থেকে সরকারি কর্মী সব পক্ষকেই খুশি করতে কার্যত কল্পতরু হয়ে ধরা দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের অন্তর্বতী বাজেট পেশ করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এই বাজেটে যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা একধাক্কায় ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে, তেমনই শিক্ষিত বেকারদের জন্য বাংলার যুব সাথী নামে নতুন মাসিক ভাতার প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মীদের ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি ও সপ্তম পে কমিশন গঠনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য।

বাড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

২০২১ সালে ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের স্বনির্ভর করতে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করেছিলেন। বর্তমানে এর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। বাজেটে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এবার থেকে এই প্রকল্পের আওতায় মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে।জেনারেল মহিলারা মাসিক ১০০০ টাকার বদলে এখন থেকে পাবেন ১৫০০ টাকা।
এসসি ও এসটি মহিলারা মাসিক ১২০০ টাকার বদলে এখন পাবেন ১৭০০ টাকা।চলতি মাস থেকেই এই বর্ধিত টাকা মহিলাদের হাতে পৌঁছাবে। বর্তমানে রাজ্যে এই প্রকল্পের উপভোক্তার সংখ্যা ২ কোটি ৪১ লক্ষ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরের সাধারণ গৃহবধূদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

যুব সাথী প্রকল্প

বেকারদের জন্য বাংলার যুব সাথী প্রকল্প রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের জন্য বড় ঘোষণা করেছে সরকার। বাংলার যুব সাথী নামক এই নতুন প্রকল্পের অধীনে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বেকারদের মাসে ১৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।আবেদনকারীকে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।২১ থেকে ৪০ বছর।কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫ বছর এই সুবিধা পাওয়া যাবে।আগামী ১৫ আগস্ট থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে এবং এর জন্য বাজেটে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যারা অন্য কোনও সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পান না, তারাই এই আবেদন করতে পারবেন।

ডিএ বৃদ্ধি ও সপ্তম পে কমিশন

দীর্ঘদিন ধরে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ নিয়ে সরকারি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ প্রশমনে বাজেট ভাষণে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। এর ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ২২ শতাংশে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই নতুন হার কার্যকর হবে। একই সঙ্গে সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামো পর্যালোচনার জন্য সপ্তম পে কমিশন গঠনেরও ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও কেন্দ্র ও রাজ্যের ডিএ-র ফারাক এখনও ৩৬ শতাংশ রয়ে গেল।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এদিনই সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যকে বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে, যারা বাকি বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করবে। ৩১ মার্চের মধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা মেটানোর সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।
মমতার তৃতীয় মেয়াদের এটিই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে ছুঁতে চাওয়ার এই প্রচেষ্টাকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মাস্টারস্ট্রোক হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বর্ধিত বরাদ্দ এবং শিক্ষিত যুবকদের জন্য মাসিক ভাতা নির্বাচনের আগে শাসক দলের ভোটব্যাঙ্ককে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

রাজ্যকে ডিএ মেটাতে সুপ্রিম নির্দেশ

সময়সীমা বেঁধে নতুন কমিটি

রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে এল বড় জয়। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দিল, মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ কোনও দয়া নয়, এটি কর্মীদের আইনি অধিকার। বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে রাজ্যকে মেটাতে হবে। এই অর্থ মেটানোর জন্য আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রথম কিস্তির সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালতের এই রায় রাজ্য প্রশাসনের ওপর বড়সড় আর্থিক ও আইনি চাপ তৈরি করল বলে মনে করছে অনেকেই।আদালত জানিয়েছে, ডিএ যেহেতু একটি পরিবর্তনশীল বিষয়, তাই সামগ্রিক বকেয়া মেটানোর রূপরেখা তৈরি করতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করার নির্দেশ ও দেয়।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে এল বড় জয়। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দিল, মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ কোনও দয়া নয়, এটি কর্মীদের আইনি অধিকার। বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে রাজ্যকে মেটাতে হবে। এই অর্থ মেটানোর জন্য আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রথম কিস্তির সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালতের এই রায় রাজ্য প্রশাসনের ওপর বড়সড় আর্থিক ও আইনি চাপ তৈরি করল বলে মনে করছে অনেকেই।আদালত জানিয়েছে, ডিএ যেহেতু একটি পরিবর্তনশীল বিষয়, তাই সামগ্রিক বকেয়া মেটানোর রূপরেখা তৈরি করতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করার নির্দেশ ও দেয়। আগামী ৬ মার্চের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হবে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন,ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তরলোক সিং চৌহান।ছত্তিশগড় হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গৌতম ভাদুরি।ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা তাঁর মনোনীত প্রতিষ্ঠানের একজন সিনিয়র আধিকারিক।এই কমিটিই সিদ্ধান্ত নেবে বাকি বকেয়ার পরিমাণ কত হবে এবং তা কোন সময়সীমার মধ্যে মেটানো সম্ভব।
আগামী ১৫ মে-র মধ্যে কমিটিকে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে হবে। রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিটির কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত লজিস্টিক্যাল সুবিধা নিশ্চিত করতে। কলকাতা হাইকোর্ট আগেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। এর আগে শীর্ষ আদালত ২৫ শতাংশ বকেয়া মেটানোর জন্য ৬ সপ্তাহ সময় দিলেও রাজ্য তা পালন করেনি, উল্টো আরও ৬ মাস সময় চেয়েছিল। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই মামলার শুনানি শেষ হলেও রায়দান স্থগিত ছিল।আজ রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বিচারপতিরা রাজ্যের টালবাহানায় উষ্মা প্রকাশ করেন।
আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মে মাসের মধ্যে দুই দফায় বকেয়ার ২৫ শতাংশ মেটাতে হবে। প্রথম কিস্তি দিতে হবে ৩১ মার্চের মধ্যে। পরবর্তী সময়ে কমিটির তৈরি করা সূচি মেনে রাজ্যকে নিয়মিত 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' জমা দিতে হবে।এই রায় ঘোষণার পর খুশির হাওয়া কর্মী মহলে। মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন,
আজ বিচারপতিরা ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। আদালত স্পষ্ট বলেছে, ডিএ দিতেই হবে। এটি কর্মচারীদের নৈতিক ও আইনি জয়।তবে জয় এলেও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ সাফ জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ যদি রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর না করে,তবে আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর ও তীব্র আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

বিছানায় কোন শব্দ শুনলেই উত্তেজিত হবেন সঙ্গী?

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ যৌনজীবনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কত না আদবকায়দা! রমণীয় পরিবেশে যৌনতায় মেতে উঠতে রাজকীয় আয়োজনেও পিছপা হন না কেউ কেউ। কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়তো সেভাবে যৌনতৃপ্তি মেলে না। এর কারণ হতে পারে স্রেফ সঠিক কথোপকথনের অভাব। সঙ্গমের আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলতে কী বলবেন সঙ্গীকে? আসুন শুনে নিই। শরীরে সুতোটুকু নেই। অনাবৃত দুই শরীর ঘিরে রয়েছে হালকা অন্ধকার। আদরে-ওমেই ক্রমশ বাড়ছে যৌনতার আঁচ। তবে স্রেফ এটুকুই কী চরম মুহূর্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট? সমীক্ষা বলছে একেবারেই নয়। বরং পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ, যৌনক্ষমতা এই সব কিছু অপেক্ষা, স্রেফ কয়েকটা শব্দ এনে দিতে পারে সেই কাঙ্খিত সুখ। ভাবছেন তো, এমনটা কীভাবে সম্ভব? শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি। যৌনতা নিয়ে যাঁরা নিয়মিত চর্চা করেন, তাঁদের সকলের কাছেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত তৈরির ক্ষেত্রে কথোপথন খুব জরুরী। আসলে, জীবন তো আর নীলছবি নয়! তাই সেখানে এমন অনেক কিছুই ঘটতে পারে, যা পর্ন ভিডিও-ইয় খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেখানে যেভাবে মেকি অর্গাজম দেখানো হয়, বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। তাই বাস্তু স্তবের যৌনতায় অর্গাজমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর আচরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। নারী হোক বা পুরুষ, একে অন্যের মনের অনেকটা কাছাকাছি না পৌঁছলে যৌনতার আসল আনন্দ উপভোগ করা কঠিন। আর মনের কাছাকাছি যেতে হলে মনের কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। একজন প্রেমিক ঠিক যেভাবে তার পছন্দের নারীর প্রশংসা করে, সমীক্ষা বলছে বেশিরভাগ নারীই চায় বিছানায় তার উলটোদিকের মানুষটা সেই আচরণ করুক। হতে পারে সেই কথোপকথনে কোনও শব্দ নেই। স্রেফ নিঃশ্বাসের মধ্যেই মিশে থাকতে পারে হাজার পাতার কবিতা। সেইসঙ্গে প্রিয় মানুষের সবথেকে সংবেদনশীল অঙ্গগুলোর সম্পর্কে ধারণা থাকাও ভীষণ প্রয়োজন। কথা হোক বা না হোক, সঙ্গীনীকে চরম মুহূর্তে পৌঁছে দিতে আদরে যেন খামতি না থাকে। যদিও সমীক্ষা বলছে,সঙ্গমের সময় কয়েকটা শব্দ শুনলে অনায়াসে উত্তেজিত হয়ে পড়েন মহিলারা। কী সেই শব্দ জানেন? স্রেফ, 'আই লাভ ইউ'। আমেরিকার চাপম্যান ইউনিভার্সিটির এক সমীক্ষায়, যৌনমিলনের সময় ঠিক এই শব্দত্রয়ী শোনার প্রতিই বেশি ঝোঁক দেখিয়েছেন মহিলারা। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে বলা 'আই লাভ ইউ'-র মধ্যে স্রেফ ভালোবাসা নিবেদনের আরজি নেই।

রয়েছে তীব্রভাবে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি। বাস্তব জগতে অধিকাংশই যা পেতে চান নিজের সঙ্গীর কাছ থেকে। স্রেফ শারীরিক তৃপ্তি নয়। এর ফলে মানসিক ভাবেও তৃপ্তি আসে ভরপুর। অনেকেই ভাবেন, দীর্ঘক্ষণ যৌনতায় মাতলেই তৃপ্তি পাবেন মহিলারা। তবে বাস্তবে যৌনতায় চূড়ান্ত তৃপ্তি অনেক মহিলার কাছেই যেন অধরা মাধুরী। এক্ষেত্রে অবশ্যই কাজে আসতে পারে যৌনমিলনের সময় মহিলাদের পছন্দের ওই তিন শব্দ বারবার প্রয়োগ করা। যদিও সেক্ষেত্রে করতে হবে বলে করছি, এই মনোভাব রাখলে চলবে না। ভালবাসার মানুষকে মন থেকে ভালোবেসে বলুন 'আই লাভ ইউ'। একবার নয়, যতবার ইচ্ছা হবে ততবার। তাহলেই কাজ হতে পারে ম্যাজিকের মতো। অন্তত সমীক্ষার ফলাফল তো তেমনটাই জানাচ্ছে।

শিবলিঙ্গে নিবেদন করা প্রসাদ কেন কখনওই খাওয়া উচিত নয়?

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রসাদ শুধু খাবার নয়, এটি একটি পবিত্র নৈবেদ্য। যা দেবতাকে নিবেদন করার পর ঐশ্বরিক আশীর্বাদ বহন করে বলে বিশ্বাস করা হয়। তবে, ভগবান শিবের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, শিবলিঙ্গে সরাসরি নিবেদন করা প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু এর কারণ কী? চলুন জেনে নেওয়া যাক।শিবলিঙ্গ হল ভগবান শিবের একটি রূপ এবং এটি সবচেয়ে প্রচলিত পূজিত রূপগুলির মধ্যে অন্যতম। শ্রাবণ মাসে এবং এমনকি সাধারণ দিনগুলিতেও, শিবলিঙ্গে যে প্রসাদ নিবেদন করা হয়, তাতে সাধারণত গঙ্গাজল, দুধ, মধু, চন্দন বাটা, ফল এবং ফুল থাকে। তবে, নিবেদন করা ফল ও ফুল ভক্তদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। অভিষেকের সময় এই জিনিসগুলি শিবলিঙ্গের উপর রাখার পর পুরোহিতরা সেগুলিকে প্রবাহিত হতে দেন। এর কারণ কী? সবচেয়ে বিখ্যাত লোকগাঁথা অনুযায়ী, পরজগতের প্রাণীদের প্রধান চণ্ডেশ্বরের কারণে এই প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত নয়। বলা হয় যে ভগবান শিবের মুখে চণ্ডেশ্বর বাস করেন, যিনি প্রেতাত্মাদের প্রধান ছিলেন। তাই, ভগবান শিবের মুখ স্পর্শ করা যে কোনও প্রসাদ চণ্ডেশ্বর এবং তার বংশের জন্য বরাদ্দ। চণ্ডেশ্বরের কাছ থেকে কিছু নেওয়া পাপ বলে গণ্য হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে ভক্ত এমন কিছু নিচ্ছে যা ন্যায়সঙ্গতভাবে ভগবান শিবের একটি অংশের মালিকানাধীন। অর্থাৎ, শিবলিঙ্গে নিবেদন করা কোনও কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ তা চণ্ডেশ্বরের সম্পত্তি।শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেশ কিছু শৈব ঐতিহ্য অনুসারে, শিবলিঙ্গে নিবেদনকে ত্যাগ হিসেবে গণ্য করা হয়। যার অর্থ এগুলি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কাজ। একবার নিবেদন করা হলে, সেই বস্তুটি আর ভক্তের থাকে না। অন্যান্য দেবদেবীকে নিবেদন করা প্রসাদের মতো নয়, শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তুগুলি তাঁর কাছেই থাকার জন্য বা শাস্ত্রীয়ভাবে বিসর্জন দেওয়ার জন্য নির্ধারিত। ভক্তদের কেন প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত নয় তার আরও একটি কারণ হল সমুদ্র মন্থনের গল্প। বিশ্বাস করা হয় যে, সমুদ্র মন্থন থেকে উদ্ভূত বিষ যখন ভগবান শিব পান করেছিলেন, তখন তিনি এটিকে তাঁর পুরো শরীরে পৌঁছতে দেননি এবং নিজের কণ্ঠেই আটকে রেখেছিলেন। আর তখনই তিনি 'নীলকণ্ঠ' নামে পরিচিত হন, কারণ বিষের প্রভাবে তাঁর গলা নীল হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে বিশ্বাস করা হয় যে, বিষ এবং সেটির কিছু বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ীভাবে তাঁর গলা এবং শিবলিঙ্গের মধ্যে গেঁথে আছে। তাই, যখন আপনি শিবলিঙ্গে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করেন, তখন তাতে বিষের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।

কেরলের 'পিঙ্ক ওয়াটার' কেন এত জনপ্রিয়?

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সমাজমাধ্যমে নিত্যদিন ভাইরাল হচ্ছে হরেক বিষয়। সম্প্রতি সেই তালিকায় নয়া সংযোজন কেরালার এক বিশেষ পানীয়;হালকা গোলাপি রঙের জল। অনেকেই প্রথম দেখায় ভেবেছেন, এটি হয়তো কোনও কৃত্রিম রং মেশানো পানীয় বা নতুন কোনও ফ্যাশন ট্রেন্ড। কিন্তু বাস্তবে এই পানীয়টির নাম পাথিমুগাম ওয়াটার বা স্যাপন ওয়াটার, যা কেরলের মানুষের কাছে বহু পুরনো ও পরিচিত এক ঐতিহ্যবাহী পানীয়। এই গোলাপি পানীয়র মূল উপাদান হল পাথিমুগাম গাছের কাঠ। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'স্যাপন উড'। এই কাঠের ছোট ছোট টুকরো জল ফোটালে জল স্বাভাবিকভাবেই হালকা গোলাপি বা লালচে রং হয়ে যায়। এতে কোনও কৃত্রিম রং, চিনি বা রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণেই জলের রং বদলায়। কেরলের বহু বাড়িতে এবং স্থানীয় রেস্তরাঁয় খাবারের সঙ্গে এই পাথিমুগাম ওয়াটার পরিবেশন করা হয়। বিশেষ করে গরমের দিনে এটি খুবই জনপ্রিয়। পানীয়টির স্বাদ খুবই হালকা এবং সহজপাচ্য। কেউ কেউ এতে আদা, জিরে বা এলাচ যোগ করে স্বাদ বাড়ান স্থানীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই পানীয়তে রয়েছে একাধিক স্বাস্থ্যগুণ। প্রথমত এটি হজমে সাহায্য করে। ভারী বা তেল-মশলাযুক্ত খাবারের পর এই জল খেলে পেটের সমস্যা কম হয় বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়ত এই পানীয় শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে, যা কেরলের গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বিশেষভাবে উপকারী।এছাড়াও অনেকে মনে করেন, পাথিমুগাম ওয়াটারে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের গুণ, যা শরীরের ভেতর পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। কেউ কেউ এটিকে রক্ত পরিষ্কার করার পানীয় বলেও উল্লেখ করেন। যদিও এসব উপকারিতা নিয়ে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ নেই, তবুও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই পানীয় ব্যবহার করে আসছেন স্থানীয় মানুষ।এই পানীয় তৈরি করাও খুব সহজ। কয়েক টুকরো পাথিমুগাম কাঠ জলে দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ফুটিয়ে নিলেই জল রং বদলে নেয়। এরপর ছেঁকে নিয়ে গরম বা ঠান্ডা, যেভাবে ইচ্ছা পান করা যায়।সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার ফলে বর্তমানে এই গোলাপি জল নতুন করে পরিচিতি পেয়েছে। তবে কেরলের মানুষের কাছে এটি কোনও নতুন ট্রেন্ড নয়, বরং দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী, প্রাকৃতিক ও বিশ্বাসভিত্তিক পানীয়। এই গোলাপি জল শুধু দেখতে আকর্ষণীয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক জীবনযাপনের গল্প। নতুন ট্রেন্ডের আড়ালে এটি আসলে এক পুরনো ঘরোয়া পানীয়, যা আজও ওই এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ।

পরকীয়ায় যুবক খুন, স্ত্রীর প্রেমিককে গ্রেপ্তার পুলিশের

নয়া জামানা, আমবাগান ঃ শ্বশুরবাড়ির পাশের আমবাগান থেকে যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোড়। তদন্তে নেমে নিহতের স্ত্রীর প্রেমিক আনন্দ রায়কে গ্রেফতার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড। ঘটনার সঙ্গে নিহতের স্ত্রীর কোনও প্রত্যক্ষ যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।মৃত যুবকের নাম চিন্ময় দে, বাড়ি বনগাঁ এলাকায়। গত কয়েকদিন আগে গাইঘাটায় তাঁর শ্বশুরবাড়ির নিকটবর্তী একটি আমবাগান থেকে চিন্ময়ের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। নিহতের শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন থাকায় পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, চিন্ময়ের স্ত্রীর সঙ্গে বনগাঁর আরএস মাঠ এলাকার বাসিন্দা আনন্দ রায়ের দীর্ঘদিনের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এই পরকীয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই অশান্তি হতো, যার জেরে চিন্ময়ের স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যান। স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে কয়েকদিন আগে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন চিন্ময়, কিন্তু তারপর আর ফেরেননি। মঙ্গলবার রাতে আনন্দকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।মৃতের মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ধৃতকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পুলিশ জানিয়েছে, খুনের প্রকৃত কারণ এবং এই ষড়যন্ত্রে আর কেউ জড়িত কি না তা নিশ্চিত হতে তদন্ত জারি রয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর ধরন আরও স্পষ্ট হবে।

ভোটার তালিকা আতঙ্ক, শুনানিতে গরহাজির লক্ষাধিক মতুয়া

নয়া জামানা, বনগাঁ ঃ নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কার মাঝেই বনগাঁ মহকুমায় ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মহকুমার চারটি বিধানসভা মিলিয়ে ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৭২২ জনকে হিয়ারিংয়ের নোটিস পাঠানো হলেও, এ পর্যন্ত মাত্র ৫৯ হাজার ৮৭৫ জন শুনানিতে অংশ নিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ এখনও হিয়ারিং এড়াচ্ছেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, যাঁদের নোটিস পাঠানো হয়েছে তাঁদের সিংহভাগই মতুয়া সম্প্রদায়ের এবং ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম না থাকা বা নো-ম্যাপিং-ই এর প্রধান কারণ।

কমিশনের পক্ষ থেকে যে ১৩টি নথি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তার অভাব এবং নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তাই এই অনীহার মূলে। বনগাঁ উত্তর, দক্ষিণ, গাইঘাটা ও বাগদা;প্রতিটি বিধানসভাতেই ছবিটা উদ্বেগজনক। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপি নেতৃত্বের দেওয়া নাগ নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করেই অনেকে শুনানি এড়িয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, দিনমজুর পরিবারগুলো কাজের দিন নষ্ট করে নথির অভাবে বিফল হিয়ারিংয়ে যেতে চাইছেন না।

তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুরের অভিযোগ,

নাগরিকত্বের টোপ দিয়ে বিজেপি মতুয়াদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যদিও বিজেপি জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে গেরুয়া শিবির প্রচার চালাচ্ছে যে নির্বাচনের আগেই কেন্দ্র বিশেষ কোনও পদক্ষেপ করবে।

বিধানসভা ভিত্তিক হিয়ারিংয়ের , নোটিস প্রাপ্ত ভোটার বাগদা,৬০,৯২৬ শুনানিতে উপি,২১,৬২৮,বনগাঁ উত্তর , শুনানিতে উপি,৫৪,৪৯৩, শুনানিতে উপি,১০,০৬৩,বনগাঁ দক্ষিণ ৪৭,৮৮৯ শুনানিতে উপি, ১২,১০৩গাইঘাটা।৫৪,৪০৪শুনানিতে উপি১৬,০৮১। দশকের পর দশক এ দেশে বাস করা, আধার ও প্যান কার্ড থাকা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার এই আশঙ্কায় এখ ন ঘুম ছুটেছে সীমান্ত লাগোয়া মতুয়া জনপদগুলোর।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে অমান্য করে অবাধে বালি-লুঠ

বাবলু রহমান ,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে কার্যত অমান্য করে অবাধে চলছে নদী থেকে বালি লুঠ। ঘন কুয়াশার আড়ালে বালি মাফিয়াদের দাপাদাপিতে কাঁপছে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি এলাকা। ভোর রাত থেকেই গিলান্ডি নদীর বুকে একের পর এক ট্রাক্টর ও পিকআপ ভ্যানের শব্দে ঘুম ভাঙ্গ ঙ্গছে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের। অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগাতেই অবাধে চলছে গিলান্ডি নদী থেকে বালি উত্তোলন ও পাচার। সবকিছু দেখেও যেন নীরব প্রশাসন।ভোর তিনটা বাজতেই পুরানো শালবাড়ি গিলান্ডি নদীতে নেমে পড়ে একের পর এক ট্রাক্টর-পিকআপ ভ্যান। ঘন কুয়াশা ও কনকনে ঠাণ্ডায় যখন নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষ শীতঘুমে আচ্ছন্ন, ঠিক তখনই নদীর বুকে শুরু হয় বালি মাফিয়াদের দাপাদাপি।রাজ্য সরকার সরকারিভাবে একাধিক বালিখাদনের অনুমোদন দিলেও অভিযোগ, তারপরেও ধূপগুড়ি মহাকুমার শালবাড়ি গিলান্ডি ও ডুডুয়া নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন ও পাচার বন্ধ হয়নি।এই অবৈধ ও অবৈজ্ঞানিক বালি উত্তোলনের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কা বাড়ছে, পাশাপাশি নদী ভাঙনের ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পুলিশ প্রশাসনের দাবি, অবৈধ বালি উত্তোলন বা পাচারের বিষয়টি তারা জানেন না। অথচ অনায়াসে সাংবাদিকদের ক্যামেরা পৌঁছে যায় সেই সমস্ত অবৈধ বালিখ াদানে। ক্যামেরা দেখতেই বালি বোঝাই ট্রলি নিয়ে দ্রুত সরে পড়ে পাচারকারীরা। এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে বিএলআরও দফতর, সেচ দফতর এবং পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা। বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের মদত ও পুলিশ প্রশাসনের একাংশ আধিকারিকদের যোগসাজশেই ধূপগুড়িতে রমরমিয়ে চলছে এই অবৈধ বালির কারবার।প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ নিচুতলার আধিকারিকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না? নাকি নির্দেশ পৌঁছালেও তা মানতে আগ্রহী নন সংশ্লিষ্টরা? এই প্রশ্নের উত্তর খ ুঁজছে ধূপগুড়ির মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা তাপস রায় বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই গিলান্তি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন চলছে। ভোর রাত থেকে ট্রাক্টর-পিকআপের শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কুয়াশার সুযোগ নিয়ে নদীর বুক থেকে দেদার বালি তোলা হচ্ছে। এর ফলে নদী ভাঙন বাড়ছে, চাষের জমি ও বাড়িঘর হুমকির মুখে পড়ছে। আমরা বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও প্রতিকার পাচ্ছি না। প্রশাসন সব দেখেও নীরব।বিজেপি জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক চন্দন দত্ত বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ধূপগুডি মহাকুমায় অবাধে অবৈধ বালি পাচার চলছে। পুলিশের নাকের ডগায় এই কারবার সম্ভব হচ্ছে শাসকদলের মদত ও প্রশাসনের একাংশের যোগসাজশে। অবিলম্বে এই অবৈধ বালি কারবার বন্ধ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। তৃণমূল জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস কখনওই অবৈধ বালি উত্তোলন বা পাচারের পক্ষে নয়। যদি কোথাও বেআইনি কাজ হয়ে থাকে, প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কাউকে দলীয় পরিচয়ের কারণে ছাড় দেওয়া হবে না। মুখ ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বাজেটে বঞ্চনা বনাম প্রচারের ফরমান

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব-বঙ্গ বিজেপির সংঘাত

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিহারের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার ভাঁড়ার শূন্য;এই অভিযোগে এখন উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। তবে শুধু বিরোধী শিবির নয়, খোদ বঙ্গ বিজেপির অন্দরেই তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ। দিল্লি থেকে আসা ‘বাজেট-বন্দনা’র ফরমান ঘিরেই এখন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংঘাত চরমে পৌঁছেছে।সূত্রের খ বর, বাংলার প্রতিটি জেলায় ৫-৬ জন ‘বুদ্ধিজীবী’ নেতাকে নিয়ে কমিটি গড়ে বাজেটের গুণগান করার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি। কিন্তু এই ফতোয়া মানতে নারাজ রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ। তাঁদের দাবি, শিলিগুড়ি-বারাণসী বা ডানকুনি-সুরাত করিডর ছাড়া বাংলার জন্য বাজেটে উল্লেখ যোগ্য কিছুই নেই। এই অবস্থায় মানুষের কাছে গেলে উল্টে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। অনেক জেলা নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই এই প্রচার কর্মসূচি ‘বয়কট’ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্ষুব্ধ নেতাদের স্পষ্ট কথা, প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় নেতারাই জেলায় এসে প্রচার করুন।তৃণমূল নেতা ও মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের কটাক্ষ, কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই বাংলাকে বঞ্চিত করেছে। এখন কোন মুখে ওরা মানুষের কাছে যাবে?অন্যদিকে, সিপিএম নেতা অমল হালদারের দাবি, সারে ভর্তুকি কমিয়ে কৃষিনির্ভর বাংলার কোমর ভেঙে দিয়েছে এই বাজেট। এর প্রচার করা বিজেপির পক্ষে অসম্ভব।যদিও বিতর্কের মাঝেই বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সম্পাদক মৌমিতা বিশ্বাস জানান, বাজেটের সারমর্ম জেলায় পাঠানো হয়েছে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যেই এই বাজেট।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition..........9 October....addddddd..._Layout 1 2/5/2026 4:17 PM Page 5

কামারপুকুরের সাদা বোঁদে

বাঙালি ময়রার হাতে তৈরি

মিষ্টির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বঙ্গের ভেনঘরের ময়রারা এক একজন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর চেয়ে কম নন। সংস্কৃত শব্দ ‘বিন্দুক’ থেকে উদ্ভূত বোঁদে বলতেই ভেসে ওঠে লাল-হলুদ মিঠাইয়ের ছবি। বাঙালি ময়রারা তাকে এক্কেবারে বেরঙিন করে ছাড়লো! আর ছাড়বি তো ছাড় তাতেও দেদার স্বাদ! সেই বেরঙিন সাদা বোঁদে সদ্য জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। হুগলির কামারপুকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কারণে কামারপুকুরের নাম সর্বজনবিদিত। এই কামারপুকুরের বিখ্যাত মিষ্টি হল সাদা বোঁদে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, রামকৃষ্ণ নিজেও তা ভালোবাসতেন। অধুনা কামারপুকুরের প্রায় সব মিষ্টির দোকান সাদা বোঁদে বানায়। সাদা বোঁদের দাম ১৪০ টাকা প্রতি কেজি।কামারপুকুরের বেশ কয়েকজন বোঁদে কারিগরের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সাদা বোঁদের উপাদান আতপ চালের গুঁড়ো আর রমা কলাই বা রম্ভা কলাই। এই রমা কলাই হল বরবটির বীজ। কারিগরেরা অনুপাতটাও বলেছেন। চাল গুঁড়ো আর রমা কলাই ২১ অনুপাতে মিশিয়ে বোঁদের মিশ্রণ বানানো হয়। তারপর একেবারে সোজা পদ্ধতি, ছাঁনচা দিয়ে ভেজে রসে স্নান করিয়ে তুলে ফেললেই তৈরি। সাদা বোঁদে শুকনো, রস ঝরিয়ে তুলে রাখা হয় বলে এটি বেশ কিছুদিন টেকে। চিনির আস্তরণে ঢাকা মিষ্টির এই এক সুবিধা, তা বেশ কিছুদিন টিকে যায়।সাদা বোঁদের উপাদান আতপ চালের গুঁড়ো আর রমা কলাই বা রম্ভা কলাই। এই রমা কলাই হল বরবটির বীজ। কারিগরেরা অনুপাতটাও বলেছেন।

চাল গুঁড়ো আর রমা কলাই ২১ অনুপাতে মিশিয়ে বোঁদের মিশ্রণ বানানো হয়। তারপর একেবারে সোজা পদ্ধতি, ছাঁনচা দিয়ে ভেজে রসে স্নান করিয়ে তুলে ফেললেই তৈরি।জনশ্রুতি অনুযায়ী, শ্রীরামকৃষ্ণ সাদা বোঁদে খেতে ভালোবাসতেন। আজও মন্দিরে তাঁর মূর্তির সামনে তা নিবেদন করা হয়। কামারপুকুরে সাদা বোঁদে প্রসাদ হিসাবেও বিতরণ করা হয়। কিন্তু লিখিত কোনও টেক্সট পাওয়া যায়নি যে তাঁর প্রিয় মিষ্টি ছিল সাদা বোঁদে। ঠাকুরের জিলিপি প্রেম নিয়ে তাও নানান ঘটনা রয়েছে লিখিত আকারে।রামকৃষ্ণের জন্মভিটে অর্থাৎ আজকের রামকৃষ্ণ মঠকে ঘিরে থাকা মিষ্টির দোকানগুলোতে সাদা বোঁদের দেখা মেলে। ১৯৪৭ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঠাকুরের জন্মভিটে অধিগ্রহণ করে গড়ে তোলে তীর্থক্ষেত্র। তারপর থেকে কামারপুকুরের সাদা বোঁদের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। লোককাহিনি থেকে জানা যায়, রামকৃষ্ণের প্রতিবেশি ছিলেন সত্যকিঙ্কর মোদক। তাদের বাড়িতে গেলে গদাইয়ের সামনে হাজির করা হত জিলিপি আর সাদা বোঁদে। তিনি খেতেন। ফলে সাদা বোঁদের বয়স অন্ততপক্ষে দুশো-আড়াইশো বছর হবেই। কারণ জনশ্রুতি অনুযায়ী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মের আগে থেকে তা তৈরি হচ্ছে। এই সত্যকিঙ্কর মোদক সত্য ময়রা নামে পরিচিত ছিলেন। কামারপুকুরের আদি মিষ্টির দোকানটি ছিল সত্য ময়রার। ঠাকুরের ভিটের কাছেই ছিল সেই দোকান। এখন তার বংশধরেরা বেশ কয়েকটি মিষ্টির দোকান চালান। কামারপুকুরের বহু মিষ্টির দোকানেরই নাম ঠাকুর বা মায়ের নামে। ব্যবসায়িক কৌশল হতে পারে আবার যাঁর জন্য কামারপুকুরের রুজি-রুটি চলছে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকেও হতে পারে।আর একটি কাহিনিও শোনা যায়। বন্ধু দুর্গাদাস মোদকের বাড়িতে গদাই প্রথম সাদা বোঁদে খান। দুর্গাদাস মোদকের বাবা ছিলেন মধুসূদন মোদক, তারও মিষ্টির দোকান ছিল। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে, যে তথ্য মিলেছে তাতে দাঁড়ায়... দুশো থেকে সোয়া দুশো বছর আগে সাদা বোঁদের জন্ম। ওই অঞ্চলে বরবটির চাষ হত। বেশ ভালো পরিমাণেই ফলন হত। স্থানীয় কৃষিকাজের উপরে এলাকার খাদ্যাভাস নির্ভর করে। মনে করা হয়, স্থানীয় উৎপাদিত ফসল বরবটির সদ্ব্যবহার করতে এলাকার ময়রারা সাদা বোঁদের সৃষ্টি করেন। এ হল বাঙালির উদ্ভাবনী মনের ফসল। কামারপুকুরের সাদা বোঁদের জিআই প্রাপ্তির জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে গিয়েছেন শুভজিৎ লাহা ও বীরেশ্বর মোদক। দুজনেরই মিষ্টির দোকান রয়েছে। শুভজিৎ, শ্রীমা মিষ্টান ভাণ্ডারের কর্ণধার। দোকানের বয়স পঞ্চাশ বছর।প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরোনো, কামারপুকুরের শ্যামাময়ী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার-এর অন্যতম কর্ণধার ষষ্ঠী রক্ষিতের পুত্র শিবাশিস রক্ষিতের সঙ্গে সাদা বোঁদের বিষয়ে কথা বলেছিল বঙ্গদর্শন.কম। তিনি জানিয়েছেন, দিনে গড়ে প্রায় দুই কুইন্টাল বোঁদে বিক্রি হয় তাঁদের দোকানে। শীতের মরশুমে সাদা বোঁদের বিক্রি বেড়ে যায় অনেকখানি। পর্যটকেরা আসেন, কিনে নিয়ে যান। এই সময়টায় দিনে দশ কুইন্টালও ছাড়িয়ে যায় বোঁদের বিক্রি।কামারপুকুরের সাদা বোঁদের জিআই প্রাপ্তির জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে গিয়েছেন শুভজিৎ লাহা ও বীরেশ্বর মোদক। দুজনেরই মিষ্টির দোকান রয়েছে। শুভজিৎ, শ্রীমা মিষ্টান ভাণ্ডারের কর্ণধার। দোকানের বয়স পঞ্চাশ বছর। শুভজিৎ বঙ্গদর্শনকে জানিয়েছেন, তআমি আর বীরেশ্বর মোদক, আমরা দুজনে প্রথম থেকে চেষ্টা করে জিআই ট্যাগ এনেছি। জিআই পাওয়ার পর সবাই এটা নিয়ে আনন্দিত, খুশি কিন্তু আমরা কাউকে পাশে পাইনি। প্রথমে যখন আমরা বলেছিলাম আমাদের কেউ পাত্তাই দেয়নি। সহযোগিতা পাইনি। স্যাম্পেল পাঠানো, টেস্টিং এই সময়গুলোয় কাউকে পাওয়া যায়নি। এটাই আক্ষেপের জায়গা।আরও বলেন, আমাদের সঙ্গে অনেক কিছু ছিল, বারুইপুরের পেয়ারা, সূর্যমোদকের জলভরা, বাঁকুড়ার মেচা, বিষ্ণুপুরের মতিচুর, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া। সবাই পায়নি। আঠারো-কুড়িটা আইটেম ছিল। আমরা জিআই পেলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তর থেকে মিষ্টি হাবে কাউন্টার দিতে চেয়েছিল। আমার দুটো দোকান আছে। সব সামলে পেরে উঠব না বলে, আপাতত না করে দিয়েছি। কামারপুকুর তো ট্যুরিস্ট স্পট। শীতকালে প্রচুর লোক আসে, সাদা বোঁদে বিক্রি বেশি হয়। অন্য সময় স্থানীয় ক্রেতাদের উপরেই ব্যবসা চলে। ধারে-কাছের গ্রাহকেরা কেনেন সারা বছর। জিআই পাওয়ার পর এলাকার লোকেরাও খুব খুশি।দ শুভজিতের আশা, আসন্ন শীতকালে পর্যটক-ক্রেতাদের মধ্যে সাদা বোঁদের জিআই স্বীকৃতি পাওয়া নিয়ে আগ্রহ উদ্দীপনা দেখা যাবে। কামারপুকুরের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, মা সারদার প্রতি তাঁদের অসংখ্য ভক্তদের ভক্তি। প্রত্যন্ত এক গ্রাম হয়ে উঠেছে পর্যটন কেন্দ্র। সে গ্রামের স্থানীয় এক খাবার, রমা কলাইয়ের বোঁদে কেবল ‘ঠাকুর আর মা’র জোরেই এতদিন সমাদৃত হচ্ছিল। বলাবাহুল্য, এবার ভৌগলিক স্বত্ব মেলায় বিশ্ব আঙিনায় তার কদর বাড়বে। সৌঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।